দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

দিনমজুর আবদুল করিমের শিক্ষা ব্যয় বহন করবেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র মোহাম্মদ আবদুল করিমের উচ্চ শিক্ষা লাভের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাসিলে অর্থনৈতিক সহায়তা দানের বিষয়ে ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

আবদুল করিম এ বছর রাজশাহী বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান অধিকার করে। সে রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর থানার বখতিয়ারপুর হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ৭টি বিষয়ে লেটার মার্কসহ ৮৫০ নম্বর পায়। সে দিনমজুরী করে, লজিং-এ থেকে তার লেখা-পড়া চালায়।

গত ৮ আগস্ট (রোববার) দৈনিক ইনকিলাবে এই মেধাবী ছাত্রের বিষয়ে এক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী পত্রিকা মারফত তার সাফল্যের খবর জানতে পেরে, তাকে গতকাল তাঁর দফতরে ডেকে পাঠান। প্রধানমন্ত্রী তার পরিবার, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পড়াশুনা সম্পর্কে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে সে জানায়, বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় সে বরাবরই প্রথম হয়েছে। তার পরিবারের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে করিম আরো জানায়, ৩ বছর আগে তার আব্বা ২ ছেলে ও ১ মেয়ে রেখে মারা যান। তার ১ ভাই ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর আর পড়াশুনা চালাতে পারেনি। আবদুল করিম তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানায়, সে ইংরেজীতে

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনার্স পড়তে আগ্রহী। আবদুল করিম তার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মুজিবর রহমানকে সাথে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে আসে।

তার আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও উচ্চ শিক্ষা লাভের আগ্রহ দেখে প্রধানমন্ত্রী তাকে আশ্বাস দেন, তিনি তাঁর মাসিক বেতন থেকে তার শিক্ষার সকল ব্যয় বহন করবেন। করিমের ভাই যাতে লেখাপড়া পুনরায় শুরু করতে পারে, এ জন্য তিনি প্রধান শিক্ষক মুজিবর রহমানকে সাহায্য করার কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার শিক্ষার ব্যয় বহন করবেন—— এ কথা জানতে পেরে আবদুল করিম আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। সে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাঁর দোয়া কামনা করে।

সে রাজশাহী জেলার পাচুবাড়ী গ্রামের দিনমজুর মরহুম কফের উদ্দিনের ছেলে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে আরো একজন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে সাহায্য করছেন।

ঢাকা কলেজের ছাত্র আনোয়ার হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বেতন থেকে মাসে দেড় হাজার টাকা করে পাচ্ছে। তাকে এককালীন ১০ হাজার টাকাও দেয়া হয়। দিনমজুরের কাজ করে সে গত বছর যশোর বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

প্রধানমন্ত্রী তার কল্যাণ তহবিল থেকে চাঁদপুরের একটি স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র বাহার উদ্দিন মন্টুকেও সাহায্য করেন। সে রিক্সা চালিয়ে তার শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করতো।